বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগএর সাম্প্রতিক উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং অর্জন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগের বর্তমান সচিব এ বিভাগে যোগদানের পর তাঁর পূর্ববর্তী কর্মস্থল(সমবায় অধিদপ্তর) এর ধারাবাহিকতায় সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী চর্চাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উল্লেক্ষ্য আইএমই বিভাগের কার্যপদ্ধতি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ভিন্ন ও সতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে সময়, ব্যয় এবংযাতায়াত বিষয়টির সম্পৃক্ততা কম থাকায় TCV এর চেয়ে কাজের গুনগত উৎকর্ষতা আনয়ন অধিক গুরত্বপূর্ণ। সে আলোকে নিম্নবর্নিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসু অবদান রেখেছে।

১। Outcome based পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে দলীয়(Team) কর্ম ব্যবস্থাপনা:

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিরাচরিত লক্ষ্য হলো Output অর্জন। কিন্তু শুধুমাত্র Output অর্জনের মধ্যেই মানুষের জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। বর্তমান সরকারের মূল ভিশন হচ্ছে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানুষ এবং মানুষের কল্যাণই সত্যিকার উন্নয়নের নির্ণায়ক। সে লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Output অর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না তাই প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে Outcome অর্জনকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে এ বিভাগ Outcome based পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে দলীয় (Team) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ দলীয় প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র হচ্ছে সকল কর্মকর্তা Outcome অর্জনের সুনির্দিষ্ট পরিমাপকেরভিত্তিতে প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২। নান্দনিক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ:

কর্মক্ষমতা এবং কর্মপরিবেশের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কর্ম পরিবেশ যত সুন্দর ও নান্দনিক হবে কর্মীর কর্মস্পৃহা এবং কর্মক্ষমতা তত উন্নততর হবে। এ চিন্তাকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিস কক্ষ, আঙ্গিনাসহ সামগ্রিক কর্মপরিবেশ উন্নততর করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কর্মস্থলে সবুজের আধিক্য সৃষ্টি, অধিকতর সূর্যালোকের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ ইতোমধ্যে অনেকগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে Best Practice ধারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উৎসাহমূলক পুরষ্কার প্রদানের উদ্যোগটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে যেমনিভাবে কর্মপরিবেশ উন্নততর হবে ঠিক

তেমনিভাবে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মউদ্দীপনা এবং সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

৩। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরন্তর প্রশিক্ষণ এবং বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা:

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে কর্মদক্ষতা। একাডেমিক শিক্ষা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া, একজন কর্মী যত বেশী পেশাগত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ পাবে ততই তার কর্মদক্ষতা উর্দ্ধমুখী হবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য নিয়মিত ইনহাউজ প্রশিক্ষণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিষয়ক সমসাময়িক ধারণার উপর পাঠচক্র, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজনের

মাধ্যমে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা অব্যহত রেখেছে। এ কার্যক্রমের ফলে বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য অনেকগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ফলে উন্নততর দৃষ্টি ভঙ্গি ও উচ্চতর কর্মক্ষমতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিটের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়।

৪। পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আধুনিকীকরণ:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মান উন্নত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ‘পরিবীক্ষণ ছক’ চূড়ান্ত করেছে। নতুন ছকটি একদিকে সংক্ষিপ্ত অন্যদিকে তথ্যবহুল হওয়ায় যে কোন কর্মকর্তা এ ছক সংবলিত প্রতিবেদন সহজে অনুধাবন করতে পারবে এবং প্রতিবেদনটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। এ পরিবীক্ষণ ছকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে ছকে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে পুরো প্রকল্পের একটি ধারণা পাওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।

৫। শতভাগ পরিবীক্ষণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সকল প্রকল্পের পরিবীক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আইএমইডি এর ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের পরিবীক্ষণ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। প্রতি অর্থবছরে শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে আইএমইডি বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। ফলে এখন থেকে কোন প্রকল্পই পরিবীক্ষণ বহির্ভুত থাকার সুযোগ নেই। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল কর্তকর্তাকে মাসভিত্তিক টার্গেট নির্ধারণপূর্বক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এ উদ্যোগটির ফলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে আইএমইডি’র পরিবীক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি মানসম্মতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক মনযোগী হওয়ার প্রবণতা দৃশ্যমান হয়েছে।

৬। বৈদেশিক সফরের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন বাস্তবায়ন কার্যক্রম ভিজিটের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ধরণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ভিজিটসমূহকে একটি স্থিতিশীল কাঠামোগত ফলাফলমুখী কার্যক্রমে ধাবিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ভিজিট হতে প্রাপ্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা প্রয়োগের জন্য বেশ কতগুলো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-(ক) অভিজ্ঞতার উপর প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রশিক্ষণ সেশন গ্রহণ, (খ) বৈদেশিক ভাল দৃষ্টান্তের আলোকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ এবং প্রতিবেদন সমৃদ্ধকরণ, (গ) প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ক বিভিন্ন সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত প্রদান ইত্যাদি। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে ইনোভেটিভ কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে সকল কর্মকর্তার মধ্যেই প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্মমুখী উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। ই-জিপি বাস্তবায়নে অভাবনীয় অগ্রগতি:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর অধীন সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার ইলেকট্রনিক সিস্টেম তথা ই-জিপি কার্যকর ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Central Procurement Technical Unit (CPTU) কাজ করে যাচ্ছে। CPTU এর উদ্যোগে ইতোমধ্যে ০৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার শতভাগ সরকারি ক্রয় কার্যক্রম ই - জিপি এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৪২,৫০৫.০০ কোটি টাকার ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিংয়ের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাস পর্যন্ত ৪৮,৪০৬.০০ কোটি টাকার সরকারি ক্রয় ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। স্বল্প সময়ে ই-জিপি বাস্তবায়নের এ হার অভাবনীয় অগ্রগতি বয়ে এনেছে। ই-জিপি এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হওয়ায় দরপত্র দাখিলে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনায়ন এবং সরকারি অর্থের অপচয় রোধ করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে।

০৮। প্রকল্প পরিবীক্ষণে ভিডিও কনফারেন্স

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অনেক স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালনায় ভিডিও কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব মহোদয় প্রতিটি জেলাকে একটি ইউনিট বিবেচনায় এনে ঔ জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

০৯। ই-নথি বাস্তবায়নে অগ্রণী

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নপূরণে প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে পেপারবিহীন কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, নিয়মিত মনিটরিং এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের ফলে নভেম্বর ২০১৭ হতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ শীর্ষস্থান অর্জনে সক্ষম হয়। ধারাবাহিকভাবে শীর্ষস্থান ধরে রাখার জন্য সমন্বিতভাবে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বিভাগকে পেপারবিহীন প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট দপ্তরে উপনীত করার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

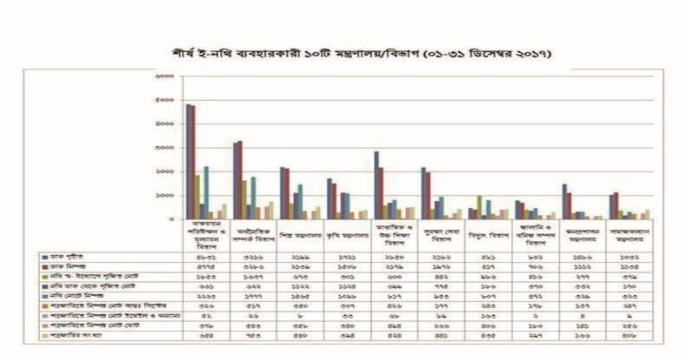

১০। বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন (APA) চুক্তি বাস্তবায়নে আএমইডি শীর্ষে

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এ বিভাগ ১০০ নম্বরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে মূলত এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, নিরলস প্রচেষ্টা এবং পেশাগত উৎকর্ষতার ফলেই এ ধরনের সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইনোভেশনসহ নানামুখী কার্যমের সমন্বয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

১১। Project Management System (PMIS) গড়ে তোলার উদ্যোগ

ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য Real time এ প্রাপ্তি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা প্রকল্প পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তিকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আইএমইডি এর উদ্যোগে একটি Online ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেইজ এবং সফটওয়্যার প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য যেমন-মাসিক অগ্রগতি, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বছরভিত্তিক অগ্রগতি, ডিপিপি'র সংস্থানের বিপরীতে প্রাপ্ত বরাদ্দ, এডিপি অগ্রগতি, Cost over run ও Time over run ইত্যাদি তথ্য প্রকল্পভিত্তিক, সংস্থা, মন্ত্রণালয় কিংবা সেক্টরভিত্তিক পাওয়া সম্ভব হবে। **একই** সাথে Real time প্রকল্প পরিবীক্ষণের সুযোগও সৃষ্টি হবে। PMIS প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক বহুমাত্রিক রিপোর্ট প্রদানে সক্ষমতা তৈরী হবে এবং একটি শক্তিশালী e-project memory গঠন সম্ভব হবে।

১২। ই-জিপি বিষয়ক Goal অর্জনের লক্ষ্যে মাইলস্টোন নির্ধারণ

সরকারি ক্রয়ের শতভাগ ই-জিপি'র মাধ্যমে টেন্ডারিং এর লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সময়ভিত্তিক মাইলস্টোন নির্ধারণ করা হয়েছে। ই-জিপি প্লাটফর্মের আওতায় সরকারি অর্থে সেবা ক্রয় (Service Procurement), আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান, Online **এ সকল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনসহ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা চালু করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক মাইলস্টোন নির্ধারণপূর্বক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।** Central Procurement Technical Unit (CPTU) এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

১৩। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রকল্পের মানসম্মত নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষে ব্যক্তি পরামর্শককে অব্যাহতি

প্রতিবছর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির নির্বাচিত প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়। বিগত বছরগুলোতে ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক এ কার্যক্রম পরিচালনায় নানাবিধ সমস্যা, অস্বচ্ছতা এবং জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে যথাসময়ে মানসম্মত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির স্বার্থে শুধুমাত্র 'ফার্ম' নিয়োগ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি পরামর্শককে এ কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে তথা বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত টিম(ফার্ম) কর্তৃক পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের ফলে প্রকল্পের Outcome অর্জনের বিষয়টি ভিন্ন আংগিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ থেকে একদিকে আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ Lesson learning এর সুযোগ পেয়ে থাকেন অন্যদিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় সমধর্মী পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় Resource পান।

১৪। প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নোত্তর কার্যক্রমে 'এনইসি' সভায় বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদান

(ক) একই প্রকল্প পরিচালককে একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ না দেয়া।

(খ) ঘন ঘন প্রকল্প সংশোধন এর মাধ্যমে **Time** এবং **Cost over-run** পরিহার করা।

(গ) পরিমাণগত **Output** অর্জনের পাশাপাশি গুণগত **Outcome** অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া।

(ঘ) জলবায়ু, পরিবেশ ও প্রতিবেশজনিত ভারসাম্য বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করা।

(ঙ) সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা/ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতি কাঠামো তথা **Comprehensive Land Management Policy (CLMP)** গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১৫। প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন চর্চা সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে Evaluation Lab এবং Center of Excellence প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

প্রকল্প পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমকে আরও নিবিড় ও গবেষণাধর্মী করার লক্ষ্যে সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি নান্দনিক গবেষণা কেন্দ্র তৈরীর আবশ্যকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একটি Evaluation ল্যাব এবং এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্ভাবনী চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য Center of Excellence গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।